নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স্-এর

নিবেদন

ঘুম

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
নিবেদিত

ঘুম

প্রযোজনা
সরোজ মুখার্জি

পরিচালনা
অগ্রণী

উপদেষ্টা • শ্রীতারাশঙ্কর

-সংগঠনে-

কাহিনী • মনি বর্মা
তত্ত্বাবধান • নারায়ণ ঘোষ
সুর-যোজনা • শচীন গুপ্ত
গীতকার • পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ • বিভূতি চক্রবর্তী
শব্দগ্রহণ • শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প নির্দেশনা • সুনীল সরকার
সম্পাদনা • দুলাল দত্ত
প্রধান কর্মসচিব • সুখেন চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপনা • অসিত বোস
দৃশ্যগঠন • পুলিন ঘোষ
পটশিল্প • কবীন্দ্র দাশগুপ্ত
রূপসজ্জা • নিতাই সরকার
যন্ত্রসঙ্গীত • ব্যাঙ্কস অর্কেষ্ট্রা
নেপথ্য কণ্ঠ • সন্ধ্যা মুখার্জি
আল্‌পনা ব্যানার্জি
প্রচার পরিচালনা • দেবেন রায়

একমাত্র পরিবেশক • কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্স প্রাইভেট লিঃ

কাহিনী

"…..নারী হয়ে এমন জঘন্য মনোবৃত্তি অপরাধি-তত্ত্বে বিরল। মাতৃত্বই নারীর সর্বস্ব। সেই নারী-ই কিনা শুধু ঈর্ষা আর বর্বরতায় ফুলের মত দুগ্ধপোষ্য একটি শিশুকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে….." বিচারকের সামনে মামলার বিবরণ বলে যান পাবলিক প্রসিকিউটার।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে এই বিচারের পালা সে-ই কাঠগড়ায় ঘুমে অচেতন। "ও:! কতকাল ঘুমুই নি"—চেতনা ফিরে পেয়ে করুণ-সুরে বলে অভিযুক্তা বেলারাণী।

আসামীপক্ষের উকীল বললেন—"ভয় কী মা! যা সত্য বলে জানো—ওই হুজুরের কাছে বল।"

× × × ×

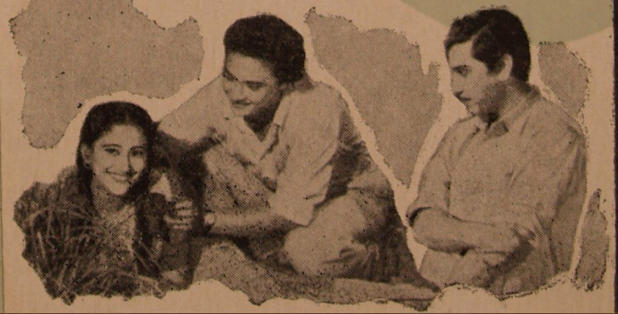

বাপ-মা হারা অনাথা বালিকা বেলারাণীকে ঠিক কন্যার সম্মানেই বাড়ীতে স্থান দেন বিনয় ঘটকের পিতা। কিন্তু আজ ঘটকবাড়ীতে ওর দাসী

রূপায়ণে
সন্ধ্যারাণী
সবিতা • অসিত
মঞ্জু • দীপক
শোভা • প্রবীর
রেণুকা • ছবি
রাজলক্ষ্মী • জহর
বাবুয়া • ভানু (অতিথি)
প্রীতিকণা • সন্তোষ সিংহ
আশা • ম্যালকম • অমর
জ্যোতির্ময় • শিবু মুখার্জি
সন্তোষ পাঠক • ধীরাজ দাস
রণদেব • শ্রীমানু প্রভৃতি

ছাড়া অন্য কোনও স্বীকৃতি নেই। সকলের মনস্তুষ্টি করতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় তাকে - দিনে বিশ্রাম বা রাতে ঘুম, কোনটি-ই তার জন্যে ঠিকমতো জোটে না - জোটে শুধু লাঞ্ছনা - গঞ্জনা - অপমান আর নির্যাতন।

মাঝে মাঝে সান্ত্বনা জানাতে আসে বিমলে, এ বাড়ীর ছোট-ছেলে, বলে - "চিরদিন মুখবুজে এই অত্যাচার সহ্য করবি - ? এই নির্যাতন থেকে তোকে উদ্ধার করবো-ই।"....." শিউরে ওঠে বেলারাণী, "না ছোড়দা! এ কলঙ্ক তোমায় আমি নিতে দেবো না।"

আর অনিমা, এ বাড়ীর ছোট-মেয়ে বলে "বেলাদি, তুই যদি কোনদিন ভালবাসতিস - বুঝতিস কী থ্রিল!" ভালবাসা! চমকে ওঠে বেলারাণী, বলে - "তার চাইতে একটু ঘুমোতে পেলে বাঁচতুম।"

এলাহাবাদের প্রফেসর শেখর রায়চৌধুরী সেদিন এসেছিল নিজেরই পাত্রী হিসাবে অনিমাকে দেখতে - কিন্তু ভুল করে বেলাকেই অনিমা ভেবে গেছে - আর স্পষ্ট জানিয়েও গেছে এ ভুল সে ভাঙতে রাজী নয় - আর বিয়ে সে বেলারাণীকেই করবে।

কিন্তু ভুল একদিন সত্যই ভেঙে গেল বেলারাণীর। প্রত্যাখান করে তাড়িয়ে দিল শেখর তার বাড়ী থেকে - আর দৃঢ়-কণ্ঠে জানিয়েও দিল - "আমার টাকার জন্যই আমার পেছনে তুমি ছুটে বেড়াচ্ছ।" কান্নায় ভেঙে পড়ে বেলা মিনতি করে বলে "একবার আমার দিকে চেয়ে বলো সেদিনের সব কথাই কি ভুল?" চিৎকার করে ওঠে শেখর — "না - না - না - সব ভুল, - সব মিথ্যে - যাকে ঘৃণা করি তার মুখও আমি দেখতে চাই না - ।"

সর্বস্বান্ত - সর্বহারা - ভবলেশহীনা বেলারাণী ফিরে এসে কোলে তুলে নেয় বড়দার ক্রন্দনরত শিশু-সন্তানকে। দুরন্ত শিশুকে সে শান্ত করতে চেয়ে একেবারে চিরশান্ত করে ফেললো।

* * * *

আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বেলারাণী প্রতিবাদ করে ওঠে - "না - না খোকাকে আমি খুন করি নি - আমি কী তাই পারি।"..... কিন্তু ন্যায়বিচারের নিখুঁত মানদণ্ডে সে প্রতিবাদের মূল্য কতটুকু?

গান

-১-

ঘুম ··· ঘুম ··· ঘুম
খোকার চোখে ঘুম ···
পাড়াপড়শীর ঘর জুড়ে ঐ
নামলো ঘুমের ঘুম।
ঘুম-সায়রে নাও ভাসিয়ে চাঁদের দুলালী
নিঝ্ঝুম ঝুম রাতের কোলে কী সুর বুলালি
দুষ্টুমিতে ঘুম দোলে হুতুম প্যাঁচা হাই তোলে
বাদুড়-বৌয়ের পাঁচটী বেটী বাপের বাড়ী যায়
আদুড় বাদুড় ঘুম-পরীরা খোকার চোখে আয়
আয় ঘুম আয় ··· ।
পুষির পিসী ঝগড়া ভুলে চুল্‌তে লেগেছে
ঘুম-চুল-চুল নোটন পাখী দুলতে লেগেছে।
হট্টমালার দেশ থেকে
ঘুমলা-হাওয়া যায় ডেকে
গল্প শোনে খোকন মণি স্বপ্ন-দোলনায়
তেপান্তরের ঘুম-পুত্তুর খোকার চোখে আয়
আয় ঘুম আয় ··· ॥

-২-

ময়ূরী রুম্ ঝুম্ শ্রাবণী মরশুম
বনানী-ঘুম-ঘুম জাগে
পরাণ মানে কই বরষা থৈ থৈ
নূপুরে তা তা থৈ লাগে
কে এলো নয়নের আগে।
শ্যাওন ঝিরঝির কেতকী দুলনায়
হাওয়ারা চুপচুপ কী কথা কয়ে যায়
মনে কে দেয় দোল বাঁধিয়া হিন্দোল
সুরভি হিল্লোল রাগে
কে এলো নয়নের আগে।
বরষা টিপ্ টিপ্ নেভালো তারাদীপ
দোপাটি ফোটে নীপ কেয়া
ভ্রমরা গুণ গুণ তবু যে করে গুণ
শিহরে নিদারুণ দেয়া।

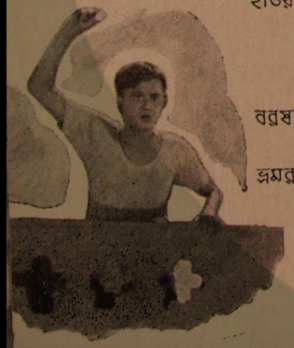

সোহাগে ভরে মন স্বপন মূরছায়
কে আসে উচ্ছল কী মালা দিতে চায়
কুসুমি রঞ্জন পরাগে অঞ্জন
আবেশী নির্জন রাগে
কে এলো নয়নের আগে॥

-৩-

একী উতরোল খুশী হিল্লোল
দোলা দেয়, দোলা দেয়, দোলা দেয়।
জানিনা কাহার সোহাগ লেগে
নীলাকাশ রাঙা হোলো সোণালী মেঘে,
নির্জন অন্তর প্রাঙ্গণছায়
পুষ্পলতায়
দোলা দেয়, দোলা দেয়, দোলা দেয়।

মরুশুমী মল্লিকা দুলে যায়
কুহু কুহু কী যে সুর তুলে যায়
আকাশে বাতাসে কার
কানাকানি চুপি-সাড়
উন্মন মন মোর কেড়ে নেয়
দোলা দেয়, দোলা দেয়—
স্বপ্ন মায়ায়।

চিত্রলেখার মতো স্বপ্ন কে যেন আঁকে
মুগ্ধ নয়নদুটী আবেশে বিভোর থাকে ;
ফাল্গুনী লগ্নের দিন আজ
মৃদু মৃদু প্রাণে বাজে বীণ আজ
ফুলেতে অলিতে ওই
কী ব'লে পাইনে থই
উন্মন মন শুধু কেড়ে নেয়
দোলা দেয়, দোলা দেয়—
বন্যা-ধারায়॥

সহকারী

পরিচালনা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কনক চক্রবর্তী
চিত্র-গ্রহণ—বীরেন ভট্টাচার্য্য
দিবেন্দু রায়
শব্দ-গ্রহণ—গোপী কোলে
শিল্প-নির্দেশনা—রবি দত্ত
সম্পাদনা—হরিনারায়ণ মুখার্জি
ব্যবস্থাপনা—মাণিক দে
রূপসজ্জা—পঞ্চু দাস

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও-তে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী-তে পরিস্ফুটিত

যা'দের উদ্দেশ্যে কবিগুরু বলেছেন ঃ

"নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি'
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দু'টি অন্ন খুঁটি' কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কা'র দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে;
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"

তা'দেরি মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস

- শ্রীদেবেন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ॥
- নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিঃ হইতে মুদ্রিত ॥
- "শিল্পী" কর্ত্তৃক অলংকৃত ॥